

হুমায়ুন আজাদ হত্যা চেষ্ঠা ॥ তদন্ত সাজানো নাটকের রূপ নিচ্ছে

শংকর কুমার দে ॥ দেশের বরণ্য অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞানী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ড. হুমায়ুন আজাদ হত্যা চেষ্ঠা মামলার তদন্ত সাজানো নাটকে রূপ নিচ্ছে। ছাত্রলীগ নেতা আবু আব্বাস ভূঁইয়াকে গ্রেফতারের পর রিমাণ্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তোতা পাখিকে শেখানো বুলির মতো জবানবন্দী আদায়ের চেষ্ঠা করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় বিরোধীদলীয় আরও নেতাকর্মীদের জড়িয়ে ফেলার জালে আটকা পড়ে যেতে পারে। এতে প্রকৃত ঘটনা আলোর মুখ দেখার পথ রুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাসাবোর জনসভায় বলেছেন, “হরতাল কর্মসূচী পালন করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ড. হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অতীতের এই ধরনের উজ্জ্বিত ইতোপূর্বেকার বোমা হামলা, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ উদ্ধার, হতাহতসহ গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর ধরনের মামলার তদন্তের ফলাফল অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। ড. হুমায়ুন আজাদের প্রাণনাশের চেষ্ঠার মামলাটির তদন্তের ভাগ্যেও অতীতের মামলাগুলোর পুনরাবৃত্তি ঘটানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রের এ খবর।

“হরতাল কর্মসূচী পালন করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ড. হুমায়ুন আজাদের ওপর হামলা করা হয়েছে”-প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বাসাবোর জনসভায় বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ্য করে বক্তব্য দেয়ার পরক্ষণেই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ লুৎফুজ্জামান বাবর আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন, আমরা ঘটনার কু পেয়ে গেছি। তদন্তের শুরু না হতেই প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর তদন্তের গতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হওয়ার দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতা আবু আব্বাস ভূঁইয়াকে হরতালের দিন গ্রেফতার করে ড. হুমায়ুন আজাদের প্রাণনাশের চেষ্ঠা মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। তাঁকে ৫ দিনের রিমাণ্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদে ভয়ভীতি-প্রলোভনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আদায়ের চেষ্ঠার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযান শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যেই মীর জাহান, বাবুসহ টোকাইদের আটক করে জবানবন্দী নেয়া হয়েছে। যে টোকাইরা ড. হুমায়ুন আজাদকে কোন দিন দেখা তো দূরের কথা নাম শুনেছে কিনা সন্দেহ সেই টোকাইরাই ড. হুমায়ুনকে স্যার সম্বোধন করে টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে ঘটনার বর্ণনা প্রদান করার ঘটনাটিকে সাজানো নাটকের মতো দেখানো হয়েছে। টোকাইদের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে ড. হুমায়ুনকে ছুরিকাঘাতের পর দুর্বৃত্তদের পলায়নের দৃশ্য। অথচ ছুরিকাঘাতের ঘটনার প্রায় বারো ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পর সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ছুরিকাঘাতে ব্যবহৃত আরও একটি চাপাতি। এই চাপাতিটি দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার পরও উদ্ধারে বিলম্ব হওয়ার ঘটনায় রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। তাছাড়া গ্রেফতারকৃত ছাত্রলীগ নেতা আবু আব্বাস ভূঁইয়ার কথাও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে অনুপস্থিত। প্রত্যক্ষদর্শীরা টেলিভিশনের পর্দায় সাক্ষাতকারে যে দাড়াইয়ালা যুবকের কথা বলেছে সেই দাড়াইয়ালা যুবকের ব্যাপারে তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ রহস্যময় নীরবতা পালন করে যাচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ তাঁর জোট সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা বিভিন্ন সময়ে স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পর পরই এ ধরনের বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়ায় মামলার তদন্ত ভিন্নখাতে প্রবাহিত হওয়ার ঘটনার প্রমাণ হচ্ছে ময়মনসিংহের চার সিনেমা হলের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা। ময়মনসিংহের চারটি সিনেমা হলে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হতাহতের ঘটনার পর পরই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া হেলিকপ্টারযোগে চলে যান ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহে গিয়ে তিনি আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যারা দেশ-বিদেশে দেশের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপপ্রচার চালাচ্ছে তারাই এই সন্ত্রাসী ঘটনার মদদ দিচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর আমির ও কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ময়মনসিংহের বোমা হামলার ঘটনার পর বলেছেন, বিদেশে বসে ষড়যন্ত্রকারীরাই ময়মনসিংহে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তদন্ত শুরু না হতেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সুরে সুর মিলিয়ে বক্তৃতা করেন জামায়াতে ইসলামীর আমির কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীসহ সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা। বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে দায়ী করে বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়ার পর মামলার তদন্তের গতি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হতে শুরু করে। ময়মনসিংহ বোমা বিস্ফোরণ কারা কি উদ্দেশ্যে ঘটিয়ে হতাহত করেছে সেই রহস্য আজও উদ্ধার হয়নি। প্রকৃত ঘটনা পাব পেয়ে যাওয়ায় অদ্যাবধি গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হয়েছে। পক্ষান্তরে ড. হুমায়ুন আজাদের মামলায় যেমন ছাত্রলীগ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তেমনি তখন ময়মনসিংহ বোমা বিস্ফোরণ মামলায় তাৎক্ষণিকভাবেই গ্রেফতার করা হয় আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যক্ষ মতিউর রহমান, লেখক কলামিস্ট বুদ্ধিজীবী ড. মুনতাসীর মামুনসহ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের অনেককেই। তাঁদের মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে গ্রেফতার করে রিমাণ্ডে এনে নির্যাতন করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। ফলে প্রকৃত অপরাধীরা অদ্যাবধি ধরা পড়েনি। সিআইডি এখনও এই মামলার তদন্ত করে যাচ্ছে। ড. হুমায়ুন আজাদের প্রাণনাশের চেষ্ঠা মামলার তদন্তভারও দেয়া হয়েছে এই সিআইডিকেই।

ময়মনসিংহের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বগুড়ার লক্ষাধিক রাউন্ড গুলি ও বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায়ও। বগুড়ায় স্মরণকালের বৃহত্তম গোলাবারুদ উদ্ধারের তদন্ত শুরু না হতেই তাৎক্ষণিকভাবেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগকে দায়ী করে বলেছেন, তারা তালেবান, আল কায়েদা, সন্ত্রাসী। তিনি বলেছেন, গোলাবারুদ উদ্ধারের ঘটনায় আওয়ামী লীগ জড়িত এটা পরিষ্কার। তিনি আরও বলেছেন, গোলাবারুদ তো উদ্ধার হয়েছে, জনগণ এখন জানতে চায় অস্ত্রগুলো কোথায়? প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তৃতার পর বগুড়ার দীনদরিদ্র স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযান শুরু হয়। নিরীহ নিরপরাধ মানুষজন আটকা পড়ে সিআইডির তদন্তের জালে। ড. হুমায়ুন আজাদের প্রাণনাশের চেষ্ঠার মামলাটির তদন্তভারও এই সিআইডিকে দেয়ার পর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযানের জাল ফেলা হচ্ছে।

প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার আরেক উদাহরণ হচ্ছে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী ড. কামাল হোসেনের ওপর হামলার ঘটনাটি। পার্বত্য চট্টগ্রামে যাওয়ার সময় তিনি সন্ত্রাসীদের হামলার শিকার হয়েছেন। তাঁর গাড়িবহরে ভাংচুর হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হলেও আগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলে দিয়েছেন ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে আসা সন্ত্রাসীরাই হামলা করেছে। ড. কামাল হোসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতাকে অসত্য দাবি করে তাঁর পদত্যাগ দাবি করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হরতালের সময় প্রকাশ্যে রাজপথে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেত্রী ও সাবেক মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীসহ অসংখ্য মহিলার ওপর পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্মম প্রহার ও শাড়ি কাপড় ছিঁড়ে ফেলার ঘটনার ব্যাপারেও অনুরূপ বক্তৃতা দিয়েছেন। পুলিশ কিভাবে মতিয়া চৌধুরীসহ মহিলাদের পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়ে প্রকাশ্যে রাজপথে লাঞ্ছিত করেছে এই ঘটনার সচিত্র প্রতিবেদন সংবাদ মাধ্যম, বিশেষ করে বেসরকারী টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখানো হয়েছে। তার পরই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব) আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, বেগম মতিয়া চৌধুরী নিজের কাপড় নিজেই ছিঁড়ে ফেলেছেন। প্রশ্ন উঠেছে, টিভি ক্যামেরায় প্রদর্শিত নির্যাতনের ছবি অসত্য, নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীর বক্তব্য অসত্য? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী রাজধানীতে পিতার কোলে থাকা শিশু নওশিনকে গুলি করে হত্যার পর ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার সময় এক বক্তৃতায় দেশব্যাপী তোলপাড় সৃষ্টি করে দেয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই তখন বলেছেন, আল্লার মাল আল্লা নিয়ে গেছে। তারপর মামলার তদন্তের অগ্রগতির ভাগ্যে যা হবার তাই হয়েছে। ড. হুমায়ুন আজাদের প্রাণনাশের চেষ্টা মামলার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে এসব কারণেই সংশয়-সন্দেহের দানা বাঁধতে শুরু করেছে।

সিআইডি'র একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে ড. হুমায়ুন আজাদের মামলার তদন্তের অগ্রগতি সম্পর্কে আলাপ হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কর্মকর্তারা রাজশাহীর জামায়াত নেতার বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণের মামলাটির তদন্তের উদাহরণ তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, রাজশাহীর পবা উপজেলার দারুশা বাজারস্থ জামায়াত নেতা ডা. মোজাম্মেল হকের বাড়িতে বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণ ঘটে। বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণ ঘটলে ঘরের চাল উড়ে যায় এবং বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়। বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে আহত অবস্থায় শিবির কর্মী বুলবুল, রুবেল, জাহাঙ্গীর, মোখলেসুর রহমানকে জনতা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। এ ব্যাপারে মামলা হলে তদন্তভার দেয়া হয় সিআইডিকে। সিআইডি তদন্ত করে ৯ শিবির ক্যাডারের বিরুদ্ধে চার্জশীট দাখিল করে। চার্জশীট দাখিলের পর মামলাটির বিচার শুরু হয় জেলা ও দায়রা জজ আদালতে। বিচার শুরু হওয়ার পর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় রাজনৈতিক কারণ দেখিয়ে মামলাটি প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছে। তারপর কোন্ পুলিশ কর্মকর্তার ঘাড়ে কয়টি মাথা আছে যে সুষ্ঠু ও সঠিক তদন্ত করতে যাবে?

তদন্ত করতে দেয়া হয়েছিল সিলেটের হযরত শাহ জালাল (রঃ) মাজারের পুকুরের পানিতে বিষ মিশিয়ে গজার মাছগুলো মেরে ফেলার মামলাটিরও। সিলেটের মাজারে বোমা হামলা চালিয়ে হতাহতের ঘটনা ঘটিয়ে পবিত্র মাজার প্রাঙ্গণ রক্তাক্ত করা হয়েছে। তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই জোট সরকারের এমপি মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সিলেটে গিয়ে মাজার প্রাঙ্গণে ইসলাম ও শরীয়তবিরোধী কর্মকাণ্ড তোলার অভিযোগ করেছেন। তার পর থেকে এখনও পর্যন্ত আর প্রকৃত বোমা হামলাকারীদের গ্রেফতার তো দূরের কথা, শনাক্ত পর্যন্ত করা হয়নি। জোট সরকারের এই এমপি মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী গত ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ারত ড. হুমায়ুন আজাদের 'পাক সার জমিন সাদ বাদ' উপন্যাসটি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে শাস্তি দাবি করেছেন। শাস্তি দাবি করার মাত্র ৩২ দিনের ব্যবধানের মাথায় ড. হুমায়ুন আজাদকে কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

সিআইডি সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সিআইডি ড. হুমায়ুন আজাদের প্রাণনাশের চেষ্টা মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেছে। রমনা থানা থেকে তারা মামলার ডকেট গ্রহণ করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মনিটরিং সেলের নির্দেশ অনুযায়ী সিআইডি মামলার তদন্তভার গ্রহণ করেছে। তদন্তকারী অফিসার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে কাজী আবদুল মালেককে। তদন্তভার গ্রহণ করেই প্রত্যক্ষদর্শী সুমন ওরফে বাবু ও মীর জাহানকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিআইডি। এই দু'জনের ইতোমধ্যেই টেলিভিশনের মাধ্যমে সাক্ষাতকার প্রকাশ করা হয়েছে। ছাত্রলীগ নেতা আবু আব্বাস ভূঁইয়াকে রমনা পুলিশের হেফাজত থেকে সিআইডিতে নেয়া হয়েছে। তাঁকে ৫ দিনের রিমাণ্ডে আনা হয়েছে। অথচ ছাত্রলীগ নেতা আবু আব্বাস ভূঁইয়াকে যখন গ্রেফতার করা হয় তখন আওয়ামী লীগের ডাকে দেশব্যাপী হরতাল চলছিল। এই হরতালের সময় তাঁর সহযোগীদের গ্রেফতার করার চেষ্টার সময় তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান। সেই সময় তাঁকে গ্রেফতার করে ড. হুমায়ুন আজাদ হত্যা প্রচেষ্টা মামলায় জড়ানো হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীরা আদেশ-নির্দেশের সুরে বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়ার পর যে গাইড লাইন তৈরি হয় সেই গাইড লাইন অনুযায়ী পুলিশ কর্মকর্তাদের তদন্তের ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়। ব্রিফিং অনুযায়ী তদন্তে ড. হুমায়ুন আজাদের প্রাণনাশের মামলার তদন্ত শুরু হয়। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জালড়ারত সিএমএইচে চিকিৎসাধীন ড. হুমায়ুন আজাদ সুস্থ হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ছাত্রলীগ নেতা আবু আব্বাস ভূঁইয়াকে গ্রেফতার করে রিমাণ্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা অব্যাহত থাকায় তাঁকে দিয়ে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী আদায়ের চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ড. হুমায়ুন আজাদকে প্রাণনাশ চেষ্টার মামলায় ছাত্রলীগ নেতা আব্বাসকে জড়ানোর ফলে অতীতের মতোই বিরোধী দল আওয়ামী লীগের অনেক নেতাকর্মীকেই ফাঁসিয়ে দেয়ার জন্য সাজানো নাটক তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।